পাঠ ৩ : রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন-রূপ– একদলীয়, দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ।

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- একদলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ বলতে পারবেন।
- দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২১.৩.১ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

সাধারণত রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। যথা– (১) একদলীয় ব্যবস্থা, (২) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ও (৩) বহু-দলীয় ব্যবস্থা।

২১.৩.২ একদলীয় ব্যবস্থা

একদলীয় ব্যবস্থা কি এবং এর গুণ ও দোষ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল

(ক) সংজ্ঞা

যখন রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকে তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একটিমাত্র দল থাকে। এ ধরনের ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকে। কোন দলের উদ্ভব হলে তা উৎপাটন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ইতালীর ফ্যাসিষ্ট এবং জার্মানীর নাৎসী দল এই ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদলীয় ব্যবস্থায় দলীয় প্রধান সাধারণত সরকার প্রধান হন।

(খ) একদলীয় ব্যবস্থার গুণ

(১) ঐক্য প্রতিষ্ঠা– একদলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের একতা বিধান করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন রকম দ্বি-মত থাকে না।

(২) দ্রুত সিদ্ধান্ত– দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একদলীয় ব্যবস্থা উপযোগী।

(৩) দলীয় শৃঙ্খলা– একদলের মাধ্যমে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন রকম দল থাকলে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ দেখা দেয়।

(৪) কলহ রোধ– রাজনৈতিক কলহ একদলীয় ব্যবস্থায় থাকে না বললেই চলে। কঠোরভাবে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়।

(গ) একদলীয় ব্যবস্থার দোষ

(১) অগণতান্ত্রিক– একদলীয় ব্যবস্থার যত গুণই থাক না কেন এটা সম্পূর্ণরূপে অগণতান্ত্রিক। এ ব্যবস্থায় সমালোচনা করার কোন অধিকার কারও থাকে না।

(২) অধিকার খর্ব করে– একদলীয় ব্যবস্থায় জনগণের প্রায় সকল মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়।

(৩) একদলীয় ব্যবস্থা স্বৈরাচারের পৃষ্ঠপোষক– এই ব্যবস্থায় ভিন্নমত ও দলকে নির্মমভাবে নির্মূল করে স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(৪) একদলীয় ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী– এই ব্যবস্থায় সকলকে দলের নির্দেশ ও আদেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে চলতে হয়। "মান্য কর এবং কাজ কর", একদলীয় ব্যবস্থার অন্যতম নীতি। ফলে নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

(৫) সুগঠিত জনমত সৃষ্টি হয় না– একদলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন কলাকৌশলে শাসক গোষ্ঠী জনমত গঠিত হতে দেয় না।

(৬) চরম দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে– একদলীয় ব্যবস্থায় দলীয় প্রধান চরম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। দেশে বিরোধীদল না থাকায় ও দমননীতির কারণে কেউ শাসক দলের সমালোচনা করতে পারে না। ফলে অধিকাংশ সময়েই দলীয় প্রধান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ চরম দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে থাকে।

২১.৩.৩ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা

(ক) দ্বি–দলীয় ব্যবস্থা কি

দেশে মাত্র দু'টি দল থাকলে তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে। একটি দল সরকার গঠন করে এবং অন্যদল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা দেখা যায় না। এমনকি বৃটেনে শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দল প্রধান দল হলেও সেখানে উদারনৈতিক দল ও সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভব ঘটেছে। তবে প্রকৃতিগতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটেনে দ্বি-দল ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। কারণ অন্যান্য দলের সমর্থকসংখ্যা নগণ্য। ফ্রান্সে প্রথমে একটি দল থাকলেও বর্তমানে অনেক দলের জন্ম হয়েছে।

(খ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণ

(১) সরকার পরিচালনার সুবিধা– দেশে মাত্র দু'টি দল থাকলে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। একটি দল সরকার গঠন করে এবং অন্য দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে সরকার পরিচালনায় জটিলতা কম।

(২) স্থায়ী সরকার– দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে সরকার স্থায়ী হয়। দুটি দল মিলেমিশে দেশ শাসনের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না।

(৩) পছন্দমত ভোট প্রদান– দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় জনগণ তাদের পছন্দমত ভোট প্রদান করতে পারে। এই ব্যবস্থায় জনগণ দুটি দলের প্রার্থীকে সহজে যাচাই করে যাকে খুশি তাকে ভোট দিতে পারে।

(গ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দোষ

(১) জনমতের প্রতিফলন ঘটে না– যদি দু'টি দলের মাঝে নীতি ও আদর্শগত দিক থেকে সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব থাকে তাহলে জনগণ আর অন্য কোন বিকল্প পথ খুঁজে পায় না। সেক্ষেত্রে তাদের মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ থাকে না।

(২) স্বৈরাচারী সরকার– দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে স্বৈরাচারী হতে পারে। অনেক সময় বিরোধী দলের দুর্বলতার কারণে নিজেদের ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন ও বাতিল করতে পারে।

(৩) ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব– দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ মাত্র দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় জনগণ তাদের পছন্দমত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

(৪) সমস্যার সঠিক মূল্যায়ন হয় না– দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সমস্যার সঠিক মূল্যায়ন হয় না। কারণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দু'টি মাত্র দল থাকায় তা সম্ভব হয় না।

২১.৩.৪ বহুদলীয় ব্যবস্থা

(ক) সংজ্ঞা

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন দুটির বেশি দল, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লাড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে 'বহুদলীয় ব্যবস্থা' বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত সাধারণ নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। ফলে নির্বাচনে জয় লাভের জন্য অনেক সময় সমমনা দলগুলির সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সরকার' গঠিত হয়। ফ্রান্স, ইতালি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে এরূপ বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।

(খ) বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণ

(১) এই ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা– বহু দলীয় ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা থাকে। জনগণ ইচ্ছামত যেকোনো দলকে সমর্থন করে তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে।

(২) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না– বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে কোন দলই এককভাবে প্রাধান্য প্রতিষ্টা করতে পারে না, তাছাড়া কোন দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকলেও ব্যাপক জনসমর্থন লাভের মাধ্যমে স্বৈরশাসন চালাতে পারে না।

(৩) রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে– এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নীতি ও আদর্শ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারে। জনগণ রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন আদর্শের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার পর নিজস্ব মতামত নির্ধারণ করে। এতে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষার পথ সুগম হয়।

(৪) সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ– বহুদলীয় ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের সুবিধা লাভের জন্য দল গঠন করতে এবং একত্রিত হয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে।

(৫) জনপ্রিয় সরকার গঠন– বহু দলীয় ব্যবস্থায় কয়েকটি দল মিলিত হয়ে যৌথভাবে সরকার গঠন করতে পারে। এতে করে দেশের বিভিন্ন দলের জনপ্রিয় নেতাদের সমন্বয়ে সরকার গঠনের সুবিধা পাওয়া যায়।

(গ) বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষ

(১) সুস্থ সরকার গঠনে অসুবিধা ঃ বহু দলীয় ব্যবস্থায় কোন একটি দল সহজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। অধিকাংশ সময়ই কয়েকটি দল মিলিত হয়ে সম্মিলিত সরকার গঠন করে। সম্মিলিত সরকার ব্যবস্থা দুর্বল সরকার। সুস্থ ও সবলভাবে এই ধরনের সরকার কাজ করতে পারে না। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। কোন না কোন সময়ে দলসমূহের মধ্যে মতাদর্শের পার্থক্য দেখা দেয় এবং সরকার ভেঙ্গে পড়ে।

(২) বহু দলীয় ব্যবস্থা বহুমতে বিশ্বাসী– বহুদলীয় ব্যবস্থায় বহু মতের ভিড়ে জাতি কৃত্রিমভাবে বহু মতে বিভক্ত হয়। বহু মতের প্রবাহে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

(৩) ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা– এই ব্যবস্থায় প্রায়ই ক্ষমতা দখলের নোংরা প্রতিযোগিতা চলে। ফলে রাজনীতির সামান্যতম পবিত্রতা থাকে না।

(৪) প্রতিনিধি নির্বাচনের অসুবিধা– বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রার্থীর সংখ্যা বেশি থাকার কারণে ভোটারগণ সঠিকভাবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না।

(৫) স্বজনপ্রীতির আশ্রয় কেন্দ্র– ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য দলের সমর্থকদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। ফলে দল দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আখড়ায় পরিণত হয়।

(৬) রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়– বহু দলীয় ব্যবস্থায় বহু মতের কারণে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিনষ্ট হয়। এই সুযোগে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের জন্য এগিয়ে আসে।